যুগান্তর

তারিখ 1-6- JUL -2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন আসছে

- ক্যাম্পাসে শিক্ষক রাজনীতি সীমিত
- একাডেমিক, প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী বডির কোন নির্বাচন করা যাবে না
- সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিয়োগ
- বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হবেন ডিন
- অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা অনুযায়ী চলবে বিশ্ববিদ্যালয়
- ছাত্র রাজনীতি নিরুৎসাহিত

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অভিন্ন আইন তৈরি হচ্ছে। শিগগিরই তা অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। ক্যাম্পাসের ভেতরে শিক্ষক রাজনীতি সীমিত করার বিধান রেখে প্রণীতব্য এ অধ্যাদেশের নামকরণ করা হয়েছে 'ইউনিফর্ম অর্ডিন্যান্স ফর পাবলিক ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ, ২০০৭'। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, ডিনসহ বিভিন্ন একাডেমিক পদের নির্বাচন নিরুৎসাহিত করা হবে। নির্বাচনের পরিবর্তে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে এসব পদে শিক্ষকদের মধ্য থেকেই নিয়োগ পাবেন। রোববার শিক্ষা উপদেষ্টা আইয়ুব কাদরীর সভাপতিত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সূত্র জানায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত ও একাডেমিক বিশৃংখলা নিরসনই এ অধ্যাদেশের মূল লক্ষ্য। নতুন অধ্যাদেশ জারির পর আগের সব অধ্যাদেশ ও আইন বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেশন্স তৈরি করতে পারবে। সভা শেষে শিক্ষা উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, আইনের খসড়া তৈরি হচ্ছে। চূড়ান্ত হওয়ার পর এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। এরপরই তা বাস্তবায়ন হবে।

বেলা ১১টায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, শিক্ষা সচিব মোমতাজুল ইসলাম, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মাহবুবউল্লাহ, অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমান, অধ্যাপক এহসানুল হকসহ ইউজিসির সব সদস্য এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভা সূত্র জানায়, আইন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

আইন : পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার এ সভায় ইউজিসির পক্ষ থেকে আইনের মূল দিকগুলো উপদেষ্টাকে অবহিত করা হয়। ৬৯ পৃষ্ঠার খসড়ার এ সারাংশ রিপোর্টে সিনেট ও সিন্ডিকেটের ভূমিকা-পরিধি-গঠন, উপাচার্য-ডিনসহ বিভিন্ন একাডেমিক পদের নির্বাচন, আর্থিক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন দিক স্থান পেয়েছে। সূত্র জানায়, শিক্ষা উপদেষ্টা ড্রাফটের অধিকাংশ বিষয়ে ইতিবাচক মতামত দিয়েছেন। সিনেটের প্যানেল নয়, সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য নিযুক্ত হবেন। ডিন পদে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অনুষদের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠকে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। তবে শিক্ষা উপদেষ্টা এতে শুধু অধ্যাপকদের রাখার ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি অর্ডিন্যান্সে অভিন্ন আর্থিক নীতিমালাকেও অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ইউজিসি সদস্য ড. তারেক শামসুর রেহমান জানান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত এবং ইউজিসির 'আপেক্স বডি' হিসেবে যে ভূমিকা অতীতে ছিল, সে স্পিরিটই রক্ষা করতে চায় সরকার।

সূত্র আরও জানায়, প্রস্তাবনায় উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটির গঠন কাঠামোয় দু'জন বিচারপতির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা উপদেষ্টা এটায় সংশোধনের মন্তব্য করেছেন। ওই সূত্র জানায়, উপাচার্যদের বর্তমান পদমর্যাদা সচিবের পর্যায়ের পরিবর্তে আলাদা মর্যাদা দেয়ার পক্ষে তিনি। এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টার সামাজিক উঁচু মর্যাদাকে ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন। অর্ডিন্যান্সে এ নিকটি আলাদাভাবে স্থান পাবে বলে জানা গেছে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে প্রস্তাবিত দু'জন সংসদ সদস্যের কোটা বিলুপ্তির পক্ষে উপদেষ্টা মতামত দিয়েছেন। সূত্র জানায়, সরকার এ অর্ডিন্যান্স প্রণয়নে বদ্ধপরিকর। যে কারণে অতিযত্নের সঙ্গে উপদেষ্টা সময় দিয়ে খসড়া দেখে নিয়েছেন।

সভা শেষে ইউজিসি চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের বলেন, ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার মান উন্নত এবং ধরে রাখার চেষ্টাই মূল লক্ষ্য। এ কারণে এ আলোচনা করা হয়েছে। মোট ১৮টি ভাগে অর্ধশত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। চাকরি শর্তাবলী অংশে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির অধিকার রাখা হয়েছে। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপারে এতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ১৯৭৩ সালের আইনে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুধু সংসদ নির্বাচনের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছাড়ার বিধান থাকলেও এতে সংসদের পাশাপাশি অন্য যে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের আগে পদত্যাগের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান অন্য শর্তাবলীর সঙ্গে একমত পোষণ করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালের আইনে সার্চ কমিটির কথা বলা নেই। নতুন অধ্যাদেশে এ ব্যাপারে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি করা হবে। একজন সাবেক উপাচার্যের নেতৃত্বে এ কমিটিতে ইউজিসি চেয়ারম্যান, একজন জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক বা সাবেক উপাচার্য এবং দু'জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সদস্য করার প্রস্তাব রয়েছে। এ কমিটি তিনজনের একটি প্যানেল চ্যান্সেলরের কাছে প্রস্তাব করবে নিয়োগের জন্য। এই একই প্রক্রিয়ায় উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হবে। তবে শিক্ষা উপদেষ্টা বিষয়টিতে পরিবর্তন আনার মতামত দিয়েছেন। দু'জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পরিবর্তে শুধু শিক্ষকদের দিয়েই কমিটি করার পক্ষে তিনি। ১৭ সদস্যের পরিবর্তে ১৬ সদস্যের সিন্ডিকেট। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য সিন্ডিকেটের সদস্য। প্রস্তাবিত আইনে তাদের সঙ্গে কোষাধ্যক্ষকেও সদস্য করা হবে। শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়েছে। তবে তা ৬ জনের পরিবর্তে বাড়িয়ে ৭ করা হয়েছে এবং নির্বাচনের পরিবর্তে বিভিন্ন কোটায় মনোনীত হয়ে আসবেন। এগুলো হচ্ছে— দু'জন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, দু'জন ডিন (রোটেশন হবে), দু'জন সিনিয়র অধ্যাপক, একজন প্রভোস্ট। এছাড়া একজন সিনেট প্রতিনিধি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দু'জন (একজন চ্যান্সেলর মনোনীত আরেকজন ইউজিসি মনোনীত), একজন সরকারি কর্মকর্তা, আইন পেশার একজন এবং চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সমিতির (তারা চ্যান্সেলর মনোনীত)।

সিনেটের গঠন কাঠামোতেও